দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...20 JAN 2009...
১ 2

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস আপাতত শান্ত

সকল শাখার সভাপতি সাঃ সম্পাদককে নিয়ে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি বসছে আজ

শাহজাহান ভুঁঞা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল, দখল-পাল্টা দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অস্থিরতার পর ক্যাম্পাসগুলো আপাতত শান্ত রয়েছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে করণীয় নির্ধারণের জন্য আজ (মঙ্গলবার) দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বৈঠকে বসছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি। এদিকে সারাদেশে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি নেতৃত্বে থাকায় কেন্দ্রীয় কমিটি ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। দেশের বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ, ভাঙচুর এবং বিক্ষোভের পর আপাতত শান্ত রয়েছে ক্যাম্পাসগুলো। গতকাল কোথাও বিক্ষোভের ঘটনা না ঘটলেও ক্যাম্পাসগুলোতে থমথমে অবস্থা বিরাজ করেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসের জন্য কার্যক্রম স্থগিত করায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল কাল। গত শনিবার দুই গ্রুপের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসের জন্য ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরকে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ এনে

পৃঃ ১১ কঃ ৪

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিসির পদত্যাগের দাবীতে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ছাত্রলীগ। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তবে ভিসির পদত্যাগের আগ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে ছাত্রলীগ নেতারা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগকে সতর্ক করে দেয়ার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, গত শনিবার ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে। গতকাল ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে ক্যাম্পাসে দেখা গেছে। সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে আর কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে দায়িত্ব পাওয়া ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা কাজ শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। গত রোববার ছাত্রলীগ ঢাবি শাখার এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন টিমে ভাগ করে আবাসিক হলগুলো তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে হলগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে কমিটি না থাকায় পদপ্রত্যাশী নেতারা হলের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাদের হস্তক্ষেপ কতটা মেনে নিবেন এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখাগুলোকে চারটি ভাগ করে সার্বিক পরিস্থিতি তদারকির জন্য সিনিয়র নেতাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। ঐ চারটি টিমের মধ্যে উত্তরপাড়ার সূর্যসেন, বঙ্গবন্ধু, জিয়া এবং মুহসীন হল তত্ত্বাবধান করবেন মেজবাহ, আরমান, সোহেল, টিটু, রুবেল, মামুন। দুর্জয়, এফ রহমান ও জহুরুল হক হল দেখবেন হাবিবুল, বাপ্পী, এসএম ও জগন্নাথ হল দেখবেন রাজীব, কৃষ্ণ শিষ্টু, জয়দেব নন্দী, দেবাশীষ এবং কার্জন হল পাড়ার তিনটি হলের টিমে রয়েছেন নয়ন, তমাল, শিহাব, ফয়েজ, সুমন প্রমুখ।

এদিকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ বজায় এবং সহাবস্থান নিশ্চিতের ইস্যুকে সামনে রেখে ছাত্রলীগের সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ঢাকায় তলব করা হয়েছে। আজ দুপুর ১২টায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরী সভা আহবান করা হয়েছে। ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন এ ব্যাপারে ইনকিলাবকে বলেন, ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে আবাসিক হলগুলোতে সকলের সহাবস্থান নিশ্চিত করার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে সারাদেশের নেতা-কর্মীদের এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে অবহিত করেছি। তারপরও সারাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। নেত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে আরো কি করা যায় এ বিষয়টি আলোচনার জন্য তাদেরকে সভা ডাকা হয়েছে।

সারাদেশে দীর্ঘদিন ধরে কমিটি না দেয়া এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণহীন পড়েছে অভিযোগ করেছেন অনেকে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই এ ধরনের আশংকা প্রকাশ করেছেন। ২০০৬ সালে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি নির্বাচিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ দেশের ৮৭টি জেলা শাখার কোথাও নতুন কমিটি দিতে পারেনি। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে এখনো সারাদেশে ছাত্রলীগের কার্যক্রম চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলেও সারাদেশের শাখা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের গুরুত্ব নেই। অধিকাংশ শাখার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকরা এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল। মহাজোট ক্ষমতায় আসার পরই অনেক এবং নিষ্ক্রিয়রা আবারো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নানা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে সংগঠনটি। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চৌধুরী রোটন এ ব্যাপারে বলেন, দেশে দীর্ঘদিন জরুরী অবস্থা বহাল থাকা এবং আমিসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকে কারাগারে থাকার কারণে কমিটি দেয়া সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের পর এখন আমরা পুরো সংগঠনকে গোছানোর পদক্ষেপ নিব।

জাবি ক্যাম্পাস শান্ত হতে শুরু করেছে

পলাশ মাহমুদ জাবি থেকে জানান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের দীর্ঘ পাঁচ দিনব্যাপী সংঘর্ষের পর গতকাল থেকে ক্যাম্পাস শান্ত হতে শুরু করেছে। নতুন ভিসি নিয়োগের দাবি, র‍্যাগিং এবং ত্রিশ কোটি টাকার দুটি হল টেন্ডারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। তবে হলগুলোতে মজুদকৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ায় যে কোন মুহূর্তে আবারও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে।

চবিতে কর্মসূচী অব্যাহত

চবি রিপোর্টার জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির পদত্যাগের দাবীতে ছাত্রলীগের টানা অবরোধ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। গতকাল (সোমবার) ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও কর্মসূচী পালন করেছে। এছাড়া প্রশাসনিক ভবনের সামনে ভিসির কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে তারা। তবে গতকাল ক্যাম্পাসের সকল ভবনের তালা খুলে দিয়েছে প্রশাসন। বিভিন্ন বিভাগে নির্ধারিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও বেশীরভাগ বিভাগেই ক্লাস হয়নি।

ইবির ভিসির পদত্যাগ দাবী

ইবি থেকে আলতাফ হোসেন জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক গত রোববার শিক্ষাসচিব মোঃ মমতাজুল ইসলামের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। নতুন ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ও ভিতরে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।